যুগান্তর

তারিখ ... 27 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... ৩ ...

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই

শিক্ষার্থী কিংবা চাকরি প্রার্থীদের পরীক্ষা নেয়া হয় মেধা যাচাইয়ের জন্য। অথচ প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা এখন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। পরীক্ষার আগেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের পকেটে জমা হচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

জেএসসি, পিএসসি, এসএসসি, এইচএসসি— এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিয়েও যে কারণে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা একটি অলঙ্ঘনীয় বিষয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বাঁধলেও এসব ক্ষেত্রে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় ছিল। কিন্তু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও তা মুদ্রণ এবং সংরক্ষণ কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের মধ্যে নৈতিকতাহীন লোকজন ঠাঁই পাওয়ায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সব পরীক্ষা কার্যত প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এবং তা টাকার বিনিময়ে বিক্রির মহোৎসব চলছে। শিশুরা শিশু বয়সেই পরিচিত হচ্ছে দুর্নীতির সঙ্গে। জাতির ভবিষ্যৎ যারা, তারা শিশু বয়সেই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নতুবা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে সঙ্গত কারণেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে নেতিবাচক মনোভাব।

শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয়ভাবে একক প্রশ্নপত্র দিয়ে মেধা যাচাইয়ের আয়োজন কেবল অভিনবই নয়, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল, শিক্ষাজীবনের প্রথম আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালের পাঠ প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও অসাধু উপায়ের কালো ছায়া থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না! একটি গোষ্ঠী অর্থের লোভে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটিতে গরল ঢালতে শুরু করেছে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় মেধা, মননশীলতা ও স্বচ্ছতার শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষাগুলোয় কলুষমুক্ত থাকার কথা ছিল। অথচ উচ্চতর পরীক্ষাগুলোর নেতিবাচক সংস্কৃতিতে এখনই অভ্যস্ত হচ্ছে নোনাবালিরা! আত্মঘাতী এ চর্চায় বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শিক্ষকরা চাই, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এর পুনরাবৃত্তির দুঃসাহস না দেখায়।

এমএইচ খান মঞ্জু
প্রিন্সিপাল, এমএইচ খান কলেজ, গোপালগঞ্জ